অধমব্রাহ্মণ। পূর্ব্বে কি পুণ্য করিয়াছিল, যাহাতে শ্রীলক্ষ্মীসেব্য পদারবিন্দ শ্রীকৃষ্ণও ইহাকে আদর করিতেছেন।” সেস্থলে যেমন স্বরূপতঃ শ্রীদামবিপ্র পরমভাগবতোত্তম, কিন্তু ব্যবহার লোকদৃষ্টিতে তাহার নিন্দা করা হইয়াছে ; শ্রীসৈরিন্ধ্রীর পক্ষেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। এস্থলে কেহ মনে করিতে পারেন যে—কামুকী সৈরিন্ধ্রীকে কেন এত প্রশংসা করা হইতেছে ? তাহারই উত্তরে শ্রীশুকমুনি “দুরারাধ্যং” এই শ্লোকে তাহার ভাবের প্রশংসা করিতেছেন। অর্থাৎ যে জন দুরারাধ্য ও সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে, আরাধনা করিয়া মনোগ্রাহ্য প্রাকৃতবিষয়ই কামনা করে, সেইজনই কুমনীষী অর্থাৎ কুবুদ্ধি। সেই সৈরিন্ধ্রী কিন্তু শ্রীভগবানকেই কামনা করিয়াছিল, এইজন্য এইজন্য পরমসুমনীষিনী। তাহা হইলে এইপ্রকারে সেই সৈরিন্ধ্রীর যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কাম, তাহা দ্বেষাদিগণান্তঃপাতী নয় এবং সেই কাম পাপাবহও নয়—ইহাই সুস্পষ্টরূপে দেখান হইয়াছে। যেহেতু সেই কাম যদি পাপাবহ এবং দ্বেষাদির মত নিন্দিত হইত, তাহা হইলে সৈরিন্ধ্রী আনন্দমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গনাদি করিবার সৌভাগ্যবতী হইতে পারিত না এবং শ্রীধর স্বামীপাদ প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইতেন না। ১০।৪৮।৭ শ্লোকে শ্রীল শ্রীধর স্বামীপাদ বলিয়াছেন—“কামমেব প্রাকৃত দৃষ্ট্যা অযাচত। ন চ গোপ্যইব সা তন্নিষ্ঠেতি দুর্ভগেত্যুক্তম্। কৃতার্থত্বে তু তস্যা ন সন্দেহঃ”। অর্থাৎ সেই সৈরিন্ধ্রী প্রাকৃত-দৃষ্টিতে কামই যাচ্ঞা করিয়াছিল, তত্ত্বদৃষ্টিতে এই কাম অপ্রাকৃত ; গোপীগণের মত সেই সৈরিন্ধ্রীকে দুর্ভাগা বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ বিচারে সৈরিন্ধ্রী যে পরম কৃতার্থা এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অতএব যাহা শ্রীমদ্ভাগবতে এবং শ্রীধর স্বামীপাদ প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রশংসিত, তাহা কখনও পাপাবহ বা নিন্দিত হইতে পারে না।

অনন্তর শ্রীভগবানে কামুকত্ব প্রভৃতি আরোপ এবং অধরপানাদি ব্যবহারও শ্রীভগবানের মর্য্যাদা লঙ্ঘনের কারণ হইতে পারে না। যেহেতু “লোকবত্তু-লীলাকৈবল্যম্”—এই বেদান্ত সূত্রের অভিপ্রায়ে শ্রীভগবানের বিশুদ্ধ লীলা অলৌকিক হইয়াও লোকের মত। শ্রীভগবানে এই সকল লীলা স্বভাবসিদ্ধই আছে, ইহা কিন্তু আগুন্তকী নহে। দাহিকাশক্তি দ্বারাই যেমন অগ্নি পরিচিত, তেমনই অলৌকিক লীলা দ্বারাই শ্রীভগবান্ পরিচিত। ইহা জলেতে উষ্ণতাদি শক্তির মত আগুন্তকী নহে। তন্মধ্যেও শ্রীবৈকুণ্ঠ প্রভৃতিতে শ্রী, ভূ ও লীলা প্রভৃতির সহিত শ্রীভগবানের সেইপ্রকার অর্থাৎ অধরপানাদি লীলা প্রসিদ্ধ আছে। সেই সকল লীলায় স্বতন্ত্রলীলাবিনোদ শ্রীভগবানের অভিরুচির কথাও শাস্ত্র হইতে শুনা যায় এবং সেই অধরপানাদি লীলারসে